দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...2.0 JUL 1998
পৃষ্ঠা: ৪ কলাম ৭

'শিশু শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের নির্দয় আচরণ'

সম্প্রতি দৈনিক ইত্তেফাকের চিঠিপত্র কলামে প্রকাশিত একটি চিঠি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। চিঠিটির বিষয়বস্তু যে কোন বিবেকবান ব্যক্তির হৃদয়কে নাড়া দিতে বাধ্য। চিঠিতে পত্রলেখক ঢাকার একটি প্রথম শ্রেণীর 'হাইস্কুল এন্ড কলেজ'-এর জনৈক শিক্ষক কর্তৃক একটি শিশু শিক্ষার্থীর প্রহৃত হইবার ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। চিঠিতে উক্ত স্কুলের নাম উল্লেখপূর্বক পত্রলেখক লিখিয়াছেন, "সম্প্রতি ৫ম শ্রেণীর একটি ছাত্র ভুলক্রমে খাতায় অভিভাবকের স্বাক্ষর না লইয়া যাওয়ায় জনৈক শিক্ষক মারিতে মারিতে তাহার পিঠের উপর তিনখানা কাঠের স্কেল ভাঙ্গিয়া ফেলেন। ছেলেটি মারের চোটে জ্ঞান হারাইয়া ফেলে। প্রশ্ন হইল, শিক্ষক হইলেই কি শিক্ষার্থীকে এমন ভয়াবহ শাস্তি প্রদান করিতে হইবে?"

পত্রলেখকের উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বিবেকবান সকল ব্যক্তিই সমস্বরে 'না' বলিয়া উঠিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আলোচ্য ঘটনাটি নিঃসন্দেহে অনভিপ্রেত, দুঃখজনক।

অন্যায় করিলে, ভুল করিলে বা পড়াশোনায় অমনোযোগী হইলে অভিভাবকদের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট শিক্ষকেরাও শিক্ষার্থীদের সহনীয় মাত্রার শাস্তি দিতে পারেন। আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত শিক্ষকদের এই অধিকার স্বীকৃত। আমাদের সমাজে এখনও এই কথা বিশ্বাস করা হয় যে, মা-বাবা যেমন সন্তানের মঙ্গলের জন্যই প্রয়োজনে শাস্তি দিয়া থাকেন তেমনি শিক্ষকরাও শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যই মাঝে মাঝে শাস্তি দেন এবং দিতে পারেন। কিন্তু আলোচ্য ঘটনার মত ঘটনা যদি বার বার ঘটিতে থাকে তবে উক্ত বিশ্বাস কি নষ্ট হইয়া যাইবে না? সম্ভবতঃ এমন কোন মা-বাবা নাই যাঁহারা চাহিবেন 'মঙ্গলের' জন্য তাঁহাদের সন্তানকে কোন শিক্ষক মারিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলুক। আমরা বলি না যে, অধিকাংশ শিক্ষকই স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সীমা লংঘন করিয়া থাকেন। কিন্তু উক্ত ধারা অভিযোগ ইতিপূর্বেও শোনা গিয়াছে। আমরা এই ধরনের অভিযোগ আর শুনিতে চাই না। এমন মাত্রার শাস্তি কোন শিক্ষার্থীকে দেওয়া উচিত নহে যাহা দেখিয়া মনে হইতে পারে যে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। বিশেষ করিয়া কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে আমাদেরকে আরও সচেতন থাকিতে হইবে। শিশুদের শারীরিক শাস্তি প্রদানের ধারণা উন্নত বিশ্ব হইতে তো সেই কবেই উঠিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও আজকাল শিক্ষিত সমাজে কোমলমতি শিশুদের প্রয়োজনে মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারটিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতেছে। উন্নত বিশ্বে, এমনকি শিশু শিক্ষার্থীদের ওপর হইতে পড়াশোনার ভার লাঘব করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হইতেছে। সম্প্রতি সিঙ্গাপুরের সরকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপর হইতে পড়াশুনার ভার লাঘব করার জন্য স্কুলগুলিকে নির্দেশ দিয়াছে। বলাই বাহুল্য, সিঙ্গাপুর সরকার গবেষকদের গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতেই উক্ত নির্দেশ দিয়াছেন। গবেষকরা গবেষণায় দেখিয়াছেন যে, অত্যধিক পড়াশোনার চাপে পড়িয়া শিশু শিক্ষার্থীরা সৃষ্টিশীল চিন্তা-ভাবনা করার সময় পায় না। অথচ আমাদের দেশে কোমলমতি শিশু শিক্ষার্থীদের ওপর অনেক ক্ষেত্রে পড়াশোনার চাপ সৃষ্টির অভিযোগের পাশাপাশি কোন কোন সময় অমানবিক শাস্তি প্রদানের অভিযোগও শোনা যায়; ইহা অনাকাঙ্ক্ষিত।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইল মানুষ গড়ার স্থান। তাই শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপরিসীম গুরুত্বের কথা আমরা অতি অবশ্যই অস্বীকার করিতে পারি না। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে একটি ভীতিকর স্থানে পরিণত করা যাহাতে না হয় সেইদিকে আমাদের খেয়াল রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়া হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিত যাহাতে শিক্ষার্থীরা সেখানে থাকিতেই বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতে পারে। কিন্তু তাহার মানে এই নহে যে, শিক্ষার্থীদেরকে বিদ্যালয়ে খেয়াল-খুশীমত চলিতে দিতে হইবে। আসলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকদের ভারসাম্যপূর্ণ আচরণই সর্বোচ্চ ফল দিতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজনে পরিমিত মাত্রার শাসন করিবেন, আবার ভালও বাসিবেন। এই ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটা জরুরী। তবে শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করাও দরকার। সম্প্রতি ওয়াশিংটনে মনোবিজ্ঞানীদের একটি দল গবেষণা করিয়া বলিয়াছেন যে, বিদ্যালয় ভাল ফলাফল ও বুদ্ধিমত্তার জন্য শিশু শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করিলে তাহা অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণিত হইতে পারে।